দৈনিক সমকাল
জুলাই ১৭, ২০১০
পৃষ্ঠা — ১৮

সমকাল
17.07.10
পৃ:- ১৮

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

আমাদের এগিয়ে চলা...

জাবেদ ইকবাল

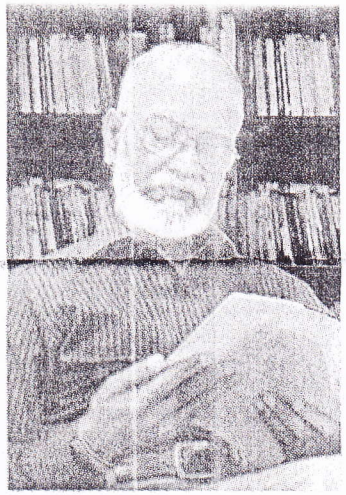

একটি দেশের উন্নয়নের পেছনে প্রধান যে নিয়ামকটি রয়েছে তা হলো শিক্ষা। আমাদের দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মান বাড়াতে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। এ ক্ষেত্রে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৬ সালে সেপ্টেম্বরে ঢাকার মহাখালীতে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সফল যাত্রা শুরু। এখানে রয়েছে আটটি বিভাগ। নতুন বিষয় হিসেবে সমাজবিজ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছয় হাজার। শিক্ষক ২১০ জন। বর্তমানে মহাখালীতে অস্থায়ী ক্যাম্পাস থাকলেও ২০১১ সালে রামপুরার আফতাব নগরে একটি পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নিয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করবে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। এখানে ধনী ছাত্রদের পাশাপাশি দরিদ্র মেধাবীদের বিনা বেতনে পড়াশোনাসহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন করে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রকে এ সুবিধা দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতি সেমিস্টারে মেধাভিত্তিক ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রয়েছে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। যেমন– জাপান, আমেরিকা, ইউকে, থাইল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশ।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য শতভাগই বলা যায়। এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা ছাত্ররা প্রায় সবই কোনো না কোনো কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে কাজ ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে আসছে। এখানে প্রতি বছরই অত্যন্ত সফল সমাবর্তনের মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েটদের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি দেওয়া হয়। বর্তমানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ। এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উপরে তথ্যগুলো গর্বের বলে জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার শফিক ওয়ায়েস। তিনি আরও জানান, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশাপাশি একাডেমিক এক্টিভিটিসও রয়েছে। ১৮টি ক্লাবের পরিচালনার মাধ্যমে এ এক্টিভিটিসগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন– ডিবেটিং, ফান ক্লাব, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, মঞ্চনাটক, কনসার্ট, স্টাডি ট্যুর, চ্যারিটি ফান্ড ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, এ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রদের ভর্তি করানো হয়। শিক্ষা ও গবেষণায় যথেষ্ট সহযোগিতা ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যুগোপযোগী জ্ঞানদান করা হয় এর লক্ষ্যে। তাছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সমাজের প্রতিফলন ইতিবাচক। এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, কোনো রকম প্রক্রিয়াগত জটিলতা নেই, গুণগত মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া অফিস সময়ে ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ রয়েছে এবং বন্ধুসলভ পরিবেশে শিক্ষাদান করা হয়। যার ফলে ছাত্রদের পরীক্ষার ফলও ভালো। তাই ছাত্ররা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে, যার মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বহু বছর ধরেই পরিচালিত হয়ে আসছে। এ পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান সভাপতি জালালউদ্দিন আহমেদ। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিমত জানতে চাওয়া হলে ছাত্ররা জানান, অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা অন্যরকম পরিবেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ায় তারা এখানে পড়তে পেরে খুব খুশি। শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গেও রয়েছে চমৎকার সম্পর্ক। এখানে সবাই খুব হেল্পফুল। বিশেষ করে সবচেয়ে আনন্দদায়ক বিষয় হলো এখানকার কালচারাল অনুষ্ঠানগুলো। এখানে সব ছাত্রছাত্রীকে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

দেশের বেশকিছু তরুণ প্রতি বছরই এখান থেকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পাস করে বের হচ্ছে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে।

East West University LIBRARY
43, Mohakhali C/A